বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' ঃ

বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম চৈতন্যজীবনী কাব্য হল— বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'। চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির মধ্যে বৃন্দাবন দাসের এই কাব্যই সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত, জনপ্রিয় ও কাব্যগুণান্বিত। কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যটিতে সুপ্রামাণিক ঐতিহাসিক তথ্যের নিরিখে চৈতন্য জীবনের সমস্ত প্রধান ঘটনা, বিশেষত আদিপর্বের কাহিনিকে সরস ও স্বচ্ছন্দ গতিতে বর্ণনা করেছেন। মূলত বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের নিগূঢ় আলোচনা অপেক্ষা চৈতন্য-জীবন কাহিনিকেই বাস্তব তথ্য সহকারে সহজ-সরল ভাষায় উপস্থিত করেছেন কবি। আর তাই বাংলার বৈষ্ণব সমাজে 'চৈতন্যভাগবত'-এর মত এত জনপ্রিয় গ্রন্থ আর নেই। তাই ড. বিমানবিহারী মজুমদার 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটি সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে— ''বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় ও আদরণীয় গ্রন্থ আর নাই। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পণ্ডিতের গ্রন্থ— আপামর জনসাধারণের নহে। শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা প্রগাঢ় প্রেমভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সেই জন্যই হৃদয়গ্রাহী। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের' যত অধিক সংখ্যক হাতে লেখা পুথি পাওয়া যায়, এত আর অন্য কোন বৈষ্ণব গ্রন্থের পাওয়া যায় না।''[২২]

শুধু তাই নয়, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটি পড়লে বোঝা যায়, এই গ্রন্থটির ভাব সহজ-সরল, পরিচ্ছন্ন ও সর্বজনচিত্তাকর্ষী। আসলে কবি এই কাব্যটিতে লৌকিক ও অলৌকিকতার সমন্বয়ে চৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে চিত্রিত করলেও মানুষ চৈতন্যকে খুঁজে পেতে আমাদের তেমন অসুবিধা হয় না। আবার, ষোড়শ শতাব্দীর তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ পরিবেশ

বৃন্দাবন দাসের এই কাব্যে যে পরিমাণে ও যেমন ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তা পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের আর কোনও রচনায় তেমনভাবে প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হয় না। প্রসঙ্গত অধ্যাপক সুকুমার সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে— ''বৃন্দাবনদাস অলৌকিক চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি লইয়া। তাহাতে তাঁহার লৌকিক দৃষ্টি অস্বচ্ছ হইয়া যায় নাই। চৈতন্যভাগবতে চৈতন্য ঈশ্বরের অবতার তথাপি মানুষ, ছোটবড় অন্য মানুষও যতটুকু তাঁহার বক্তব্যের সীমার মধ্যে আসিয়াছে ততটুকু মানুষ এবং সাধারণ মানুষরূপেই আঁকা পড়িয়াছেন। চৈতন্যের মহত্ত্বের প্রতিফলন জন্যই হোক বা তাহার জীবন দৃষ্টির ঝলকেই হোক সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশ বৃন্দাবন দাসের কাব্যে যে পরিমাণে ও যেমনভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের আর কোন রচনায় পাই নাই। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মোহনায় বিশেষ করিয়া হোসেন-শাহার রাজ্যকালের প্রথম বিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের অ-রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসের দুর্লভ উপাদান অনেকটা এখানেই প্রাপ্তব্য।''[২৩] অর্থাৎ এককথায় চৈতন্যদেবের মানব মূর্তি ও ভগবৎ-মূর্তি— এই উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন কবি বৃন্দাবন দাস। কিন্তু এই কাব্যে চৈতন্যদেবের ভগবৎ মূর্তির অন্তরালে যে মানবীয় মূর্তি রয়েছে তার অন্বেষণই আমাদের প্রধান কাজ। আবার এই 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটিতে কবি বৃন্দাবন দাসের কবিত্ব শক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাও বেশ প্রশংসনীয়। আসলে বর্ণনার পরিচ্ছন্নতা, করুণ বেদনাময় আবেগ-ব্যাকুলতা, কিংবা উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলংকার ব্যবহারের দিক দিয়েও কবি এই কাব্যটিতে প্রথম শ্রেণির কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, 'চৈতন্যভাবত' কাব্যটি শুধু মহাপুরুষের জীবনালেখ্য হয় নি, কবির বর্ণনায় সমসাময়িক গৌড়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর এই কারণেও চৈতন্যভাগবত' কাব্যটির বিশেষ মূল্য স্বীকার করতেই হয়। তবে, প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, যেহেতু বৃন্দাবন দাসের এই 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটির সঙ্গে পরবর্তী কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের পারস্পরিক তুলনার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ চৈতন্য জীবন-দর্শন অন্বেষণই আমার গবেষণাকর্মের মূল আলোচ্য বিষয়, তাই গবেষণা কর্মের প্রয়োজনার্থে আমি কবি বৃন্দাবনদাসের এই কাব্যটি সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই। তবে, 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটির ঐতিহাসিক মূল্যের কথা স্বীকার করে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন যে মন্তব্য করেছেন তা-এ ক্ষেত্রে প্রাণিধানযোগ্য বলেই মনে করি— ''বৃন্দাবনদাস ৩৮ বৎসর বয়সে ভাবগত রচনা করেন। এই বয়সে তাঁহার বিরাট্ ঘটনা-রাশি আয়ত্ত করিয়া নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল! তাঁহার রচনায় তরুণ বয়সোচিত কিছ কিছু দোষ আছে সত্য, কিন্তু নানা কারণে আমরা চৈতন্যভাগবতকে বঙ্গ ভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি। বঙ্গদেশের যে কোন বিষয় লইয়া প্রাচীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে, চৈতন্যভাগবত হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। চৈতন্যভাগবতের মূল বিষয় বর্ণনা হইতেও প্রসঙ্গিক আলোচনা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। প্রসঙ্গক্রমে

ইতস্ততঃ নানা বিষয় সম্বন্ধে এমন কি বৈষ্ণবদ্বেষী সমাজ সম্বন্ধেও যে সব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কুড়াইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের এক একখানা মূল্যবান্ পৃষ্ঠা সংগৃহীত হইবে। ভক্তিমান পাঠক বিনয় সহকারে চৈতন্যভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে নয়নাশ্রুর মধ্য দিয়া ইহার এক সুন্দর রূপ দেখিতে পাইবেন; কঠোর এবং অমার্জ্জিত ভাষায় উত্তেজনার মধ্যে মধ্যে চৈতন্যপ্রভুর যে মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্ষেপ প্রবীণ চিত্রকরের উপযুক্ত, — তাহা প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থায়ী ও ছবির ন্যায় উজ্জ্বল; ...।"[২৪]